সুবন্ধু (বাসবদত্তা)

সংস্কৃত গদ্যকাব্যের জগতে বাসবদত্তা একটি বিখ্যাত নাম এবং এর রচয়িতা সুবন্ধু একজন প্রসিদ্ধ গদ্যকবি। হর্ষচরিতে কবি বাণভট্ট সশ্রদ্ধভাবে বাসবদত্তার উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ''কবীনামগল্পদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া।'' সম্ভবতঃ এই বাসবদত্তা সুবন্ধুর রচিত বাসবদত্তা। সুবন্ধুর এই একটি রচনার কথাই আমরা জানি। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে 'বাসবদত্তা'র উল্লেখ করেছেন অথবা উদয়নের কাহিনীতে যে বাসবদত্তার কাহিনী পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই কথাশ্রেণীর গদ্যকাব্যটির কোন সম্পর্ক নেই। বাণভট্ট তাঁর কাদম্বরী কাব্যটিতে 'অতিদ্বয়ী কথা' বলে বোঝাতে চেয়েছেন যে, এতকাল প্রচলিত দুটি শ্রেষ্ঠ কথাকাব্যকে কাব্যসৌন্দর্যে অতিক্রম করেছে তাঁর কাদম্বরী। ওই দুটি প্রসিদ্ধ 'কথা' বলতে অনেকে গুণাঢ্যের বৃহৎকথা এবং সুবন্ধুর বাসবদত্তা কাব্যকে বোঝানো হয়েছে বলে মনে করেন।

সুবন্ধুর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে পণ্ডিতগণ কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। একস্থানে সুবন্ধু বিক্রমাদিত্যের পরে কবি ও কাব্যের পৃষ্ঠপোষকতা চলে গেছে বলে আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ

''সা রসবতা বিহতা নবকা বিলসন্তি নো কল্কঃ।
সরসীব কীর্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে।।''

এই স্থানে তিনি কালিদাসের কালের প্রতি লক্ষ্য করেছেন বলে মনে হয়। এক কিংবন্হী অনুসারে সুবন্ধু বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক এবং বররুচির নিকট-আত্মীয় ছিলেন। কিন্তু তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ১১৯৮ খ্রিস াব্দের একটি কানাড়া লিপিতে সুবন্ধুর নাম দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে মঙ্খ তাঁর শ্রীকণ্ঠচরিতে মেঠ, ভারবি ও বাণের সঙ্গে সুবন্ধুর নাম উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে রাঘবপাণ্ডবীয়-কার কবিরাজ বলেছেন যে, সুবন্ধু, বাণভμ ও কবিরাজ এই তিনজনই বক্রোক্তিমার্গে নিপুণ। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে

বাক্‌পতিরাজ তাঁর গৌড়বহে ভাস, কালিদাস ও হরিচন্দ্রের সঙ্গে সুবন্ধুর নাম করেছেন। ওই শতকে আলঙ্কারিক বামন কোন নাম না করে এমন একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা সামান্য পার্থক্য বাদে সুবন্ধুর বাসবদত্তায় দেখা যায়। এর থেকে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের আগে সুবন্ধু বিদ্যমান ছিলেন। এই প্রসঙ্গে দাশগুপ্ত ও দে মহোদয়ের গ্রন্থে বলা হয়েছে —

''The only certain point Subhandhu's date ins the fact that in the first half of the 8th century, Vakpati in his prakrit poem Gaudavaho (st. 800) connects Subandhu's name with those of Bhasa, Kalidasa and a little later in the same century, Vamana quotes anonymously a passage which occurs, with a slight variation, in Subandhu's Vasavadatta.''

বাসবদত্তায় একস্থানে আছে —

''ন্যায়স্থিতিমিব উদ্দ্যোতকরস্বরূপাম্, বুদ্ধসঙ্গতিমিবালঙ্কারভূষিতাম্।''

এর থেকে অনেকে মনে করেন যে, সুবন্ধু এই স্থলে উদ্দ্যোতকার এবং খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুবিখ্যাত দার্শনিক ধর্মকীর্তি কর্তৃক বিরচিত বুদ্ধসঙ্গতি নামক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এ যদি সত্য হয় এবং বাণভট্ট যে বাসবদত্তার উল্লেখ করেছেন তা যদি সুবন্ধুর বাসবদত্তা হয় তবে বলা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা খ্রীষ্ঠীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে বাণভট্টের প্রায় সমকালে সুবন্ধুর আবির্ভাব ঘটেছিল। কন্দর্পকেতুকে দেখে বাসবদত্তার যে অবস্থা হয়েছিল তার যে বর্ণনা সুবন্ধু দিয়েছেন তার সঙ্গে ভবভূতির মালতীমাধবের একটি অংশের অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখে মনে হয় যে, ভবভূতি সুবন্ধুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। অংশ দুটি নিম্নে দেওয়া হল ঃ

‘‘হৃদয়ে বিলিখিতমিব উৎকীর্ণমিব, প্রত্যুপ্তমিব কীলিতমিব, নিগড়িতমিব বজ্রলেপঘটিত-মিব, অস্থিপঞ্জরপ্রবিষ্টমিব, মর্মান্তরস্থিতমিব.....কন্দর্পকেতুং মন্যমানা।’’ — বাসবদত্তা।

‘‘লীনের প্রতিবিম্বিতেব লিখিতেবোৎকীর্ণরূপেব সা!
প্রত্যুপ্তেব চ বজ্রলিম্পঘটিতেবান্তর্নিখাতেব চ।।
সা নশ্চেতসি কীলিতেব বিশিখৈশ্চেতোভুব: পঞ্চভিঃ।
চিন্তাসন্ততিতন্তুজালনিবিড়স্যূতেব লগ্না প্রিয়া।।’’ — মালতীমাধব ৫ .১০।

এটিও উক্ত কালের প্রতি ইঙ্গিত করে। সুবন্ধুর কাল সম্পর্কে কীথ সাহেব বলেছেন ঃ

‘‘ ..... in view of the evidence available as to Dharmakiriti’s date, that Subandhu must be placed in the second quarter of the seventh century and that he was only a contemporary of Banu whose work came to fruition before Bana’s.’’

প্রারম্ভিক কয়েকটি শ্লোকের পর সুবন্ধু গদ্যে যে কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন — রাজা চিন্তামণির পুত্র কন্দর্পকেতু একদিন স্বপ্নে এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে দর্শন করে তার সন্ধানে বন্ধু মকরন্দকে সঙ্গে নিয়ে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করতে থাকেন। এভাবে বিন্ধ্যারণ্যে উপস্থিত হয়ে এক রাত্রে এক বৃক্ষতলে থেকে বৃক্ষোপরি এক বিহগদম্পতীর কথোপকথন তিনি শুনতে পেলেন। এতে তিনি জানতে পারলেন যে, কুসুমপুরের (পাটলিপুত্রের) রাজা শৃঙ্গারশেখরের কন্যা বাসবদত্তা স্বপ্নে এক অপরূপ রাজপুত্রকে দর্শন করে তাঁর সন্ধানে সখী তমালিকাকে প্রেরণ করেছেন। বাসবদত্তার স্বয়ম্বরে সেদিন বহু রাজকুমার সেখানে উপস্থিত। কিন্তু সেই স্বপ্নদৃষ্ট যুবক ভিন্ন অন্য কাকেও বাসবদত্তা পতিরূপে বরণ করবেন না। বিহগদম্পতীর কথায় কন্দর্পকেতু বুঝতে পারলেন যে, বাসবদত্তাই তাঁর স্বপ্নের সুন্দরী এবং তাই তিনি বন্ধু মকরন্দকে নিয়ে পাটলিপুত্রের দিকে যাত্রা করেন। অবশেষে তমালিকার সাহায্যে দৈবানুকুল্যে প্রণয়ীযুগল গোপনে বাসবদত্তার

গৃহে মিলিত হন। এদিকে রাজা শৃঙ্গারশেখর পুষ্পকেতু নামে এক বিদ্যাধরের সঙ্গে বাসবদত্তার বিবাহের উদ্যোগ করেন। তখন কন্দর্পকেতু এক বিস্ময়কর অশ্ব সংগ্রহ করেন এবং বাসবদত্তাকে সঙ্গে নিয়ে বিন্ধ্য অঞ্চলে পালিয়ে যান। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে দুজনেই সেখানে একসঙ্গে নিদ্রিত হয়ে পড়েন। নিদ্রাভঙ্গে বাসবদত্তা ফলাহরণে বনে প্রবেশ করলে তাঁর রূপদর্শনে মুগ্ধ দুই কিরাতপ্রধানের মধ্যে তাঁকে লাভ করবার জন্য যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে উভয়েই নিহত হয়। সেই বনভাগ ছিল এক মুনির তপোবন। বাসবদত্তার কারণেই হিংস্র রক্তপাতে তাঁর তপোবন অপবিত্র হয়েছে জেনে মুনি বাসবদত্তাকে পাষাণপ্রতিমায় রূপান্তরিত হবার অভিশাপ দেন। শেষে বাসবদত্তার কাতর অনুনয়ে অনুগ্রহ করে তিনি শাপমুক্তির উপায় নির্দেশ করে বলেন যে, প্রেমিকের করস্পর্শে তিনি পূর্বরূপে ফিরে পাবেন। বাসবদত্তা প্রস্তরীভূতা হলেন। এদিকে নিদ্রা হতে জাগরিত হয়ে কন্দর্পকেতু বাসবদত্তাকে দেখতে না পেয়ে তাঁর অনেক অনুসন্ধান করেও তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি হতাশ হয়ে আত্মহত্যার উদ্যোগ করলে এক দৈববাণী তাঁকে পুনরায় প্রিয়ামিলনের আশ্বাস দেয়। তখন আশায় বুক বেঁধে কন্দর্পকেতু আবার অনুসন্ধান শুরু করলেন। একদিন দৈবক্রমে তিনি সেই প্রস্তরীভূতা বাসবদত্তার নিকটে এসে বাসবদত্তার রূপের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে সেই পাষাণপ্রতিমাটিতে আবেগে আলিঙ্গন করলেন। তখন তাঁর স্পর্শে বাসবদত্তা সজীব হয়ে উঠলেন এবং উভয়ের পুনর্মিলন হল। অতঃপর বাসবদত্তাকে নিয়ে কন্দর্পকেতু পিতার রাজধানীতে ফিরে এলেন।

বাসবদত্তার আখ্যানভাগে সুবন্ধু উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য বা সৃজনীপ্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি। অনেক ক্ষেত্রে আখ্যানাংশের অসম্ভাব্যতা ও অসংলগ্নতাও ধরা পড়ে। চরিত্রচিত্রণেও সুবন্ধু কোন বিশেষ শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নি। গল্প বলবার রীতিতে সুবন্ধু ও বানভµের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শব্দ ও ভাবের দিক দিয়েও উভয়ের

প্রয়োগধারা প্রায় একপ্রকার। তবে বাণভট্ট অপেক্ষা সুবন্ধুর প্রতিভা কম ছিল। এই প্রসঙ্গে দাশগুপ্ত এবং দে মহোদয়ের গ্রন্থে বলা হয়েছে —

‘‘There is, thus no essential difference between Subandhu and Bana; only, Subandhu’s fifts are often rendered ineffectual by the mediocrity of his poetic powers. There is the sameness of characteristics and of ideas of workmanship; but while Subandhu often plods, Bana can often soar. The extreme excellence, as well as the extreme defect, of the literary tendency, which boath of them represent in their individual way, are, however, better mirrored in Bana’s works, which reach the utmost limit of the peculiar type of the Sanskrit prose narrative.’’

সুবন্ধুর রচনায় শ্লেষ ও বিরোধাভাসের প্রাচুর্যের সঙ্গে দীর্ঘ সমাজবদ্ধ শব্দপ্রয়োগের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ভাবপ্রতীতির বাধা ঘটে। শ্লে অলংকারের প্রয়োগে তাঁর আসক্তি অত্যন্ত বেশী। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তিনি ‘প্রত্যক্ষরশ্লে ময়বিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধি।’ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি সকল কিছু থেকেই তিনি শ্লেষের উপদান গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি ‘ইব’ শব্দের পশ্চাতে যে কি শ্লে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তা বার করতে পণ্ডিতগণও গলদঘর্ম হয়ে পড়েন। এই পদ্ধতি প্রাচীনকালে পণ্ডতগণের নিকট সম্ভবত অত্যন্ত আদরণীয় ছিল এই বোধ হয় সেই কারেণেই বাণভμ প্রশংসা করে বলেছেন – ‘‘কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া।’’ কিন্তু আধুনিক পাঠকের দৃষ্টিতে এরে ফলে সুবন্ধুর বর্ণনাগুলি অত্যন্ত আড়ষ্ট, কৃত্রিমতাপূর্ণ এবং স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। প্রায় একশত কুড়ি লাইনে কন্দর্পকেতুর স্বপ্নদৃষ্টা প্রণয়িনীর রূপের বর্ণনা সে যুগে গদ্যরচনার পারদর্শিতার জন্য প্রশংসা লাভ করলেও বর্তমান কালের পাঠকের কাছে তা বিরক্তিকর। সুবন্ধু গৌড়ী রীতির সকল সুযোগ ব্যবহার করেছেন। দণ্ডীর দশকুমার

চরিতের তুলনায় সুবন্ধুর এক দুরূহ কাব্য। সুবন্ধুর অনুপ্রাসরাজি প্রয়াসসাধ্য এবং সমাসবদ্ধ পদগুলো আড়ষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে তিনি কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অবশ্য অল্প কয়েকটি স্থানে তিনি সে সহজ-সরল সুন্দর প্রসাদগুণসম্পন্ন গদ্যের প্রয়োগ করেছেন তাতে মনে হয়, এরূপ গদ্যরচনার শক্তি থাকলেও যুগের রুচির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়েই তিনি এক কৃত্রিম গদ্যে কাব্য রচনা করেছেন। তবে গিরি, নদী, বীরত্ব, নারীর সৌন্দর্য প্রভৃতির বর্ণনায় তার পারদর্শিতা, কল্পনামাধুর্য, ভাবাবেগের গভীরতা ও করূণ রস রচনার নৈপুণ্য তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক।